বাংলা লোকসাহিত্যে হাট

শ্যামাপদ মণ্ডল

বাংলার হাট বাংলা লোকসংস্কৃতি বা গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রাণ, দর্পণ বা পীঠস্থান। হাটে নানা লোকের সমাবেশে, গ্রাম্যজীবনের বৈচিত্র্যময় বাস্তব চিত্রে, বিচি ত্র পরিবেশে নানা আশা-আকাঙক্ষা আবর্তিত হয়ে যথেষ্ট গুত্ব পায় । সেই হাটে শুধু বেচাকেনার জায়গা বা ব্যবসাস্থলই নয়, তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রও বটে । গ্রামীণ জীবনের হৃৎপীণ্ড এবং ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র পণ্য বিকিকিনির মূল কেন্দ্র হাটের ঐতিহ্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে বাঙালি গ্রাম্যজীবনের সঙ্গেও। সংস্কৃত শব্দ 'হট্ট' তেকে এসেছে হাট, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় ।

চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ও নানা মঙ্গলকাব্যের নানা অধ্যায়েও হাটের সন্ধান মেলে । মথুরার হাটে শ্রীরাধা দুধ, দই, ননী বিত্রিতে যেতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরাকে দেখা যাচ্ছে গোলাহাটে মাংসের পশরা নিয়ে বসতে। হাটের ভাঁড়ু দত্ত তো স্মরণীয় চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথের 'হাট' অমর হয়েই আছে । হাটকে কেন্দ্র করে মিলবে বহু স্থান বা গ্রামনাম। যেমন ঃ রণহাট, রাজবলহাট, ভাণ্ডারহাটি (হুগলী), তুলসীহাটা, নরহট্ট (মালদহ), চৌহাটা, নলহাটি, রামপুরহাট (বীরভূম), কালীরহাট, রথের হাট (জলপাইগুড়ি), রাণীহাট, বালুহাটি (হাওড়া), যদুরহাটি, হাটথুবা, বসিরহাট, নৈহাটি (উত্তর ২৪ পরগণা), চাঁদের হাট, তেহট্ট, সিমহাট, ধোপাহাট (নদীয়া) ইত্যাদি ।

বাংলা লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধাঁ, লোকগান প্রভৃতিতে প্রায়ই হাট প্রসঙ্গ উচচারিত হয়ে থাকে। হাটের কথা আছে, এমন কিছু ছড়ায় আসা যাক ঃ

১। কমলাপুরীর টেয়েটা, সূয্যি মামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই এক খিলি পান কিনে খাই ।
একটা পান ফোঁপরা মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া ।

২। মা গেল ঘাটে বাবা গেল হাটে,
আমাদের থুয়ে গেল কোলাব্যাঙের পেটে ।

৩। দাদু গেল হাটে দিদা গেল ঘাটে
ঘরে একখানা নারকেল ছিল ভেঙে খেলাম মাঠে ।

৪। মনা রে মনা কোথায় যাস, নদীর ধারে কাটবো ঘাস
ঘাস কি হবে বেচবো কাল, রঙিন সুতোর কিনবো জাল
জাল কি হবে নদীর বাঁকে , মাছ ধরবো ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছ কি হবে বেচবো হাটে , কিনবো শাড়ি লাটে লাটে
বোনকে দেব পাটের শাড়ি, মাকে দেব রঙিন হাঁড়ী

৫। আটুল বাটুল শ্যামলা গাটুল, শ্যামলা গেছে হাটে
শ্যামলাদের ছেলেমেয়ে পথে বসে কাঁদে ।
আর কেঁদনা আর কেঁদনা ছোলা ভাজা দেব,
আরো যদি কাঁদো তবে তুলে আঁছাড় দেব।

৬। রাণু কেন কেঁদেছে, ভিজে কাঠ রেঁধেছে
কাল যাব গঞ্জের হাট, কিনে আনবো শুকনো কাঠ।

হাটের বুকে কান পাতলে শোনা যায় , মা তার শিশুকে চুপ করাতে বা ঘুম পাড়াতে এমন ধরণের আরো কত ছড়াই ন া বলছেন। প্রথম ছড়ায় হাটের মাঝে মা-মেয়ের ঝগড়া পাচ্ছি। এখানে খাবার জিনিসে ভেজাল ও সংসারে অভাবের চিত্রও ফুটে উঠেছে । দ্বিতীয়টিতে দেখা যাচ্ছে, কাজের তাড়নায় ছোটদের একা একা সংসারে রেখে বাবা-মাকে কাজে যেতে হচ্ছে। তৃতীয় ছড়ায়ও ঘরে অভাব, দাদু-দিদা বাইরে যাচ্ছে। চতুর্থটিতে বাঙালি মনের কামনা বাসনার চিত্রটি লক্ষণীয় । পঞ্চম ছড়ায় অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েরা , কেমন পথে কাঁদছে। আবার তাদের ভুলাবার চেষ্টা করাও হচ্ছে। বাঙালি ঘরের বাস্তব চিত্র পাই ষষ্ঠতেও । বিভিন্ন প্রবাদেও হাট তার নিজের আসনটি পাকা করে নিয়েছে । যেমন ঃ

১। ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট ঘাটে ।
২। হাটে কেন গণ্ডগোল, যে যার বোঝে নিজের গোল।
৩। হাটে মাছ, বাটনা বাট।
৪। হাটের দর আর পেটের ছেলে লুকানো থাকে না।
৫। হাটের আগ, দরবারের পাছ ।
৬। হাটে কলা, গোবিন্দায় নমঃ ।
৭। একে মিনমিন দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট ।
৮। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা ।
৯। হাটে ঢাক পেটানো ।
১০। তেমাথায় বুদ্ধি নিবি, নিত্য মাছের মুড়ো খাবি, বাড়িতে হাট বসাবি ।
১১। অলক্ষ্মীর হাটের বাজনা সার ।
১২। ঘাটের না ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে ।

চাঁদের হাট, হাটকানা ইত্যাদি কথা বা প্রবাদ মুখে মুখে ফেরে । প্রথম প্রবাদে স্বভাব বা চালচলনের প্রসঙ্গ মেলে। দ্বিতীয়টিতে হাটে ভিড় ও হৈ- চৈ থাকলেও সবাই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে মেতে থাকে বোঝানো হল । হাটে মাছ অথচ তার জন্যে বাটনার প্রতিত্রিয়ার আভাস মেলে তৃতীয় প্রবাদে । চতুর্থটিতে বোঝানো হল সত্য গোপন থাকে না । পঞ্চমে বলা হল, হাটে আগে আগে যাওয়া ভাল এবং দরবারে গিয়ে শেষ ভাগে থাকলে লাভ । হাতে না পাওয়া পর্যন্ত শূন্যতার ইঙ্গিত দিচ্ছে ষষ্ঠ প্রবাদটি । সপ্তম প্রবাদের বক্তব্য, কোন কাজ একার পক্ষে তেমন জমে না, দুজনে ভাল হয়। তিনজনে গণ্ডগোল বাঁধে, চারজনে হাট বসে অর্থাৎ অধিক সন্ন্যাসীতে সেখানে গাজন নষ্ট হয়। গোপন কথা প্রকাশ করেছে অষ্টম প্রবাদ। নবমটিও । দশম প্রবাদ ঘোষণা করছে, প্রবীনের কাছে পরামর্শ নাও, নিত্য ছোটমাছ খাও এবং বাড়িতে সবজি ইত্যাদি চাষ কর । বাড়ির ফসল কিনতে ব্যাপারীই উপস্থিত হবে । একাদশে শূন্য আড়ম্বর, দ্বাদশ হাটে মাঝিও ।

ধাঁধাঁতেও হটের ভূমিকা বা প্রভাব আমরা নানা সময়ে লক্ষ করে থাকি । যেমন ঃ

১) খায় না চাটে, পাওয়া যায় হাটে। — তেজপাতা
২) রাঙা বৌ হাটে যায়, চড় খেয়ে জীবন যায় । — হাঁড়ী
৩) রাঙাবাবু হাটে যায়, চড় খেয়ে জীবন যায় । — হাঁড়ী

৪) ফলে ধান পাকে না , রাত হলে থাকে না ।— হাট ।
৫) লালমিঞা হাটে যায়, একশ এক জামা গায় ।— পেঁয়াজ ।
৬) হাটে গেলে কানা হয় ।— দইয়ের হাঁড়ী ।
৭) পাকে না ফলে না , বৌ-বেটীতেও চাখে না ।— হাট
৮) নামে আছে কাজে নাই, বেচতে গেলে দাম নাই — ঘোড়ার ডিম ।
৯) নাকে দড়ি টাকে ঘা, তাড়াতাড়ি হাটে যা ।— দাঁড়িপাল্লা ।
১০) আজব জিনিসদেখে এলাম দত্ত পাড়ার হাটে,
আট পা দুই হাঁটু ল্যাজ আছে তার পিঠে ।— দাঁড়িপাল্লা ।
১১) নাকে দড়ি পিঠে ঘা, বুঝবি যদি হাটে যা । তেলের শিশি

ধাঁধাঁর সাহিত্যিক কৌলিন্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই ধাঁধাঁ হচ্ছে প্রহেলিকা বা জটিল প্রশ্ন বা হিয়ালি বা কৌতুককর দুরূহ সমস্যা । একদা রাজসভা, যজ্ঞসভা, বিবাহসভা, গ্রামসভা, চণ্ডীমণ্ডপ বা বারোয়ারীতলা ইত্যাদিতে ধাঁধাঁ দাণভাবে অনুশীলিত হত । প্রবাদ বলে, কবি হোমার গ্রীসের রাজসভায় কোনো এক বিশেষ ধাঁধাঁর উত্তর না দিতে পেরে মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা করেন । এক সময় ধাঁধাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত জয়-পরাজয়, পুরষ্কার-তিরস্কার, পাণ্ডিত্য-বিচার এবং কখনো বা রাজসভায় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও ।

নানা কারণে ধাঁধাঁর মধ্যে হাটও স্বাভাবিক ভাবে এসেছে । বাংলার বিভিন্ন লোককথাতেও হাটের উপস্থিতি তাৎপর্যময় ও কোথাও কোথাও গভীর অর্থবহ ।তাই, লোককথার সমাজজীবনে হাটের গুত্বপূর্ণ ভূমিকাও দেখা যায়। হাট এসেছে লোকসঙ্গীতেও । লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এই লোকগানেও মানবসমাজের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, উৎসব-আনন্দ, সাফল্য ও ব্যর্থতার স্পন্দন অনুভুত হয় । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা হাটে যায়, 'নিতি দধি বিকে জাঁও মথুরায় হাটে' (দানখণ্ড)।

পল্লিবাংলার হাটে মাঠে বাটে নিরক্ষর মানুষজনের গাওয়া লোকগানে হাট ঘুরেফিরেই আসে। সে-সব গানে থাকে না কোন কপটতা বা কৃত্রিমতা। লোকগানে হাটের প্রসঙ্গ টানতে প্রথমে গৌরগানে পাই ঃ

রতি ছিল ষোলকলা, ভেঙে গেল হাটের বেলা,
নিতাইয়ের বাজার আছে খোলা পাষাণ মন রে—
ভাঙলে প্রেমের বাজার মিলবে না ।— (বারাসাত)

মোবারকপুর থেকে পাওয়া একটি রাখালগীতিতে শিবজয়াকে হাটে দেখা যাচ্ছে —

বলো ভাই শিবো—
দুগ্গাদিদি, হাটে যাবি লো ?
হাটে ছিল দুই পেয়াদা তাড়া করিল ।

কানাপুকুরডাঙ্গা থেকে সংগৃহীত একটি টুসুগানে হাট এসেছে টুসুকে লক্ষ্মীজ্ঞানে—

আকাশে মে চাঁদ উঠেলা, পিরথিমীতে পড়েলা,
হায় হায় পিরথিমীতে পড়েলা ;
সেই আলোমে ব'সে লক্ষ্মী ফুলের মালা গাঁথেলা।
মালা নিয়ে লক্ষ্মীমণি মথুরা হাটে গেলা,
হায় হায় মথুরার হাটে গেলা;
বেচলা মালা পয়সা নিলা, হাওয়ার দোলায় দোল খেলা ।

পাঁচ কাহানিয়ার একটি জাগগানে জাগরণগীতে পাই হাটের উল্লেখ । মাকালীকে ঘিরে রাত জেগে মহিলাদের গাওয়া সে গানের একাংশ ঃ

কুমোরপাড়া ঘুরিলাম ফিরিলাম ঘটের যোগাড় করেছি ।

হাটবাজার ঘুরিলাম ফিরিলাম ফলের যোগাড় করেছি ।

বলতো মা কালী পুজোয় আর লাগিবে কি ?

সুতরাং গ্রামবাংলায় হাটকে এড়িয়ে বেঁচে থাকা কঠিন । হাটে সবাইকেই আসতে হয় । হাট ছাড়া মানুষ, ভাবাই যায় না । হাট যেমন সবাইকে পুষিয়ে দিচ্ছে, সবাই তেমনি ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধাঁ, লোককথা বা গল্প, লোকগান ইত্যাদিতেও হাটকে পুষিয়ে দিচ্ছে । সবাই কে নিয়ে অনেককিছু নিয়ে হাট ছিল, আছে ও থাকবে । হাট মানেই স্বদেশকে পাওয়া ও চেনা। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিস্তারের এক মাধ্যম বা অঙ্গস্বরূপ ঐতিহ্যের হাট তাই লোকজীবনের স্বাভাবিক ও যুগবাহিত সম্পদ ।

নিবন্ধে ব্যবহৃত ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধাঁ ও লোকগানের উদ্ধৃতিগুলি নদীয়া থেকে সংগৃহীত ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com